তারিখ 8 JUL 2017
কলাম

দৈনিক
আমাদের সময়

ডুমুরিয়ায় ৫২টি স্কুলের পরীক্ষা চলছে সমিতির প্রশ্নপত্রে

ডুমুরিয়া প্রতিনিধি ■

খুলনার ডুমুরিয়ায় সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা করে শাসক দলের নেতা ও শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্তাদের হাত করে ৫২টি বিদ্যালয়ে শিক্ষক সমিতির প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। ইতোপূর্বে নামধারী ওইসব শিক্ষক নেতারা এ ধরনের অনৈতিক কাজ করবেন না বলে লিখিত অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু চলতি বছর শুধু অর্থের লোভে আবারও তারা শিক্ষা বাণিজ্য শুরু করেছে। অপরদিকে শিক্ষক সমিতির দাপট উপেক্ষা করে উপজেলার ১০টি বিদ্যালয় নিজস্ব প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গ্রহণ করছে। উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শিক্ষক সমিতির নামে অনৈতিকভাবে অর্থ উপার্জন বন্ধ করতে সরকারের শিক্ষা বিভাগ চলতি বছরের ৩০ মে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশনা দেয়। এর আলোকে শিক্ষক নেতারা দুই দফা বৈঠক করে লিখিতভাবে ওই অনৈতিক কাজ আর করবেন না বলে একমত পোষণ করেন। শিক্ষক সমিতি প্রতিবছর বড় অঙ্কের টাকা দিয়ে শাসক দলের নেতা ও শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্তাদের মুখ বন্ধ করে এবং উপজেলার বিদ্যালয়গুলোকে বেশি দামে নির্ধারণ করে দেওয়া গ্রামার বই ও প্রশ্নপত্র কিনতে বাধ্য করে। এর পেছনে রয়েছে লাখ লাখ টাকার ব্যবসা।

সরেজমিন উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় ঘুরে দেখা গেছে, গত বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুরু হওয়া প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় ৫২টি বিদ্যালয়ে সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা করে শিক্ষক সমিতির প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে।

কাঠালতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুর রাজ্জাক এ প্রসঙ্গে বলেন, আমি সমিতি থেকে শুধু ষষ্ঠ শ্রেণির প্রশ্ন নিয়েছি। বাকি পরীক্ষা বোর্ড ও স্কুলের প্রশ্নপত্রেই নিচ্ছি। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি সরদার আরজান আলী বলেন, অনৈতিক জেনেও সমিতি চালাতে প্রশ্নপত্র ব্যবসা করতে হচ্ছে। তবে নির্বাচনে পরাজিত পক্ষের কয়েকজন বাদে উপজেলার সব স্কুলের শিক্ষকরা আমাদের সঙ্গে আছে।

ডুমুরিয়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার দেবাশীষ বিশ্বাস বলেন, সমিতি প্রশ্নে পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়টি এখনো অবগত নই। তবে ভিজিট করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব। আর সমিতির নেতারা অজানা শক্তিতে বলিয়ান বলে বহুদিন ধরে এভাবেই বেআইনি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। খুলনা মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের পরিচালক এটিএম জাকির হোসেন বলেন, আমি এখনই মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও ডিইও কে তদন্ত করতে বলছি। আর এদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেব। খুলনা জেলা প্রশাসক আমিন-উল আহসান বলেন, সরকার শিক্ষকদের মধ্যে সৃজনশীলতা বাড়াতে স্ব-স্ব বিদ্যালয়ে প্রশ্ন করতে নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু যারা অমান্য করছে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।